রক্ত

শাহাদত মিয়া

রক্ত
শাহাদত মিয়া

প্রথম প্রকাশ
বই মেলা ২০০২

[redacted]
৩১/৩২ (পি কে রায় রোড)
বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

সত্ব ঃ কবি কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ঃ এম.এ. ফাত্তাহ্ (সাত্তার)

অক্ষর বিন্যাস ঃ পূবালী কম্পিউটার, সখীপুর, টাঙ্গাইল।

মূল্য ঃ ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

উৎসর্গ :

আমার জন্ম দাতা ঃ যিনি পাহাড় ও অরন্যের অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধানে পথ চলেছেন।

আমার জন্ম দাত্রী ঃ যিনি আমার পিতার কঠিন দিনে ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু। এবং পর পারে পাড়ি জমানো ছোট বোন রমেছাকে।

www.pathagar.com

আমি চাই আইনের শাষন

(এক) "অপরাধের স্বর্গ রাজ্যে পরিনত হচ্ছে এমপি হোষ্টেল" ২৯/৭/২০০০ তারিখের আজকের কাগজ পত্রিকার এই রিপোর্ট আমাকে সত্যিই হতাশ আর মর্মাহত করেছে। সবাই জানি সংসদ ভবন আইন, গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার রক্ষাকবচ অথচ পত্রিকাটি লিখেছে, মদ, নারী ও অপরাধের স্বর্গ রাজ্য সংসদ ভবন। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের অধিকার, আইনের শাষন ও গণতন্ত্র, মানুষ ও সমাজ থেকে কত দুরে।

১৪/২/২০০১ তারিখের যুগান্তর লিখেছে "স্বাধীনতার তিন দশকে বিদেশী ঋণের ৭৫% লুট পাট"। অথচ একটি শিশু জন্ম মাত্র ৬ হাজার টাকা ঋণ তার ঘাড়ে চাপে। ৯৪% শিশু অপুষ্টির শিকার। আর আমরা জানি হাসপাতালে কি হওয়ার কথা আর কি হচ্ছে, তবে ২০০১ সালের মে মাসের মানব জমিন লিখেছে হাসপাতালে পতিতা বৃদ্ধি। দেশে প্রতি বছর গড়ে ৯ জন খুন ১২ জন ধর্ষিত।

আসলে সব একটি ব্যর্থতা।

১২/৫/২০০১ তারিখের যুগান্তর বলেছে "অরক্ষিত নগরী"। আমিতো ঢাকাকে আমার দেশের রাজধানী জানি অথচ ১৮/১১/২০০১ তারিখের জন কণ্ঠ বলেছে "ঢাকা চোরা চালানের নগড়ী"। রাজধানী ঢাকার ৪৪% মানুষ এখনো ভাসমান। গ্রামের ৫৫% মানুষের এক খন্ড শীত বস্ত্র নেই আর ৪৫% মানুষের নেই পায়ের জুতা। দেশে ২০% মানুষ পায় ৫০% বেশির টাকা আর ২০% মানুষ পায় ০৫% কম টাকা। ১৭৪ দেশের মধ্যে ১৬৫তম দরিদ্র বাংলাদেশ, অথচ ৩০মে ২০০১ তারিখে মানব জমিন লিখেছে বুরি গঙ্গাকে হাওর বাওর দেখিয়ে লুট পাট। ২০০০ সালে ইনকিলাব লিখেছিল প্রতিবছর ৩.৩ হারে বন কমছে অথচ এই বনের জন্য কত টাকা ব্যায় করছে রাষ্ট্র। যেখানে বন বাড়ার কথা সেখানে বন কমছে। আমার গ্রামে বাঘ ময়ূর দেখেছেন এমন লোক অসংখ্য জীবিত। এখন ময়ূর বাঘ কল্পনার চেয়ে অনেক দুরে, অন্য দিকে সরকারী অর্থ সহায়তায় বন অফিস ঠিক আছে কিন্তু শালবন নেই।

একবার পত্রিকাগুলো লিখছিল এক বছরে ৫ শত প্রাণীর মৃত্যু চিড়িয়া খানায় এবং চট্টগ্রামের ৬০টি পাহাড় কেটে ধ্বংস।

সুন্দর বনের বাঘ বনে থাকতে না পেরে লোকালয়ে হামলা করছে এ বিষয়ে সংসদে তোলপাড় হয়েছে সুন্দর বনের বাওয়ালীরা মাননীয় সাংসদের আহবান করেছিল সুন্দর বনে কি হচ্ছে তা দেখার জন্য আমি বলতে চাই আমার দেশের সাংসদদের কি সে যোগ্যতা আছে? কারণ ২২/১১/২০০১ তারিখের ঢাকার একটি পত্রিকা লিখেছিল দেড়শত এমপি মন্ত্রির বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রির দুর্নীতি মামলায় হাজিরা। বল্লে অনেক কথাই বলা যায় শুধু বলব একটি দেশে কি হচ্ছে তার খোজ খবর রাখার অধিকার রাষ্ট্রের থাকা উচিত রাষ্ট্রটি যদি হয় স্বাধীন, আধুনিক এবং জন কল্যান মূলক একটি রাষ্ট্র।

(দুই) ৯৬ সালের মে-র ১৩ তারিখে টাঙ্গাইলে যে টর্নেডো হয় এতে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। রাষ্ট্র প্রতি মৃত ব্যক্তির জন্যে ৫ হাজার টাকা অনুদান ঘোষনা করে। কিন্তু অনেক বিধবা এতিম বা মৃত ব্যক্তির স্বজনরা সে টাকা আজো পায়নি।

www.pathagar.com

বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(তিন) ১৫/১১/৯৯ তারিখে বাংলাদেশ নির্বাচনী এলাকা ১৪০ টাঙ্গাইল-৮ বাসাইল-সখীপুরে যে পদ্ধতিতে উপ নির্বাচন হয় তাতো গণতন্ত্র নয় আর গণতন্ত্র যদি এই রকম হয় তবে ঐ গণতন্ত্র আমি চাই না অথবা মানি না।

(চার) ধর্মকে আফিম আখ্যা দিয়ে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যাত্রা সেই সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমাজও ধর্মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রীত হয়। বছরের পর বছর ধর্মই মানুষকে নৈতিকতা ও মানবিকতা শিক্ষা দিয়ে আসছে। আমি অবাক হই যখন দেখি যারা ধর্মকে মিথ্যে ভাবে ব্যবহার করছে তাদের দমন না করে, রাষ্ট্র ফতুয়া নিষিদ্ধের মাধ্যমে ধর্মকে নিষিদ্ধ করছে। ধর্মের কথা বললেই যদি মৌলবাদী হয়, তবে আলবার্ট আনেষ্টাইন মৌলবাদী, কারণ তিনি ইহুদী রাষ্ট্রের পক্ষে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন।
আমি মনে করি ধর্ম একটি মৌলিক অধিকার।

(পাঁচ) বিশেষ ক্ষমতা আইন
সন্ত্রাস দমন আইন
এবং জন নিরাপত্তা আইন সব আইন গুলিই মূলত মানুষকে নির্যাতন করার জন্য।
প্রতি মাসে তিনশ লোক বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশন প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন মানবতা বাদী গোষ্ঠির মতে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখের অধিক মানুষ এ আইনে গ্রেফতার হয়ে। তার মধ্যে ২০ হাজার ৫৭২টি মামলা তদন্ত করে আদালত, এর মধ্যে ১ হাজার ১০৭ টি মামলা মাত্র বৈধ। এই ভাবে কয়েক হাজার মামলা ছাড়া লাখ লাখ মামলার অধিকাংশই অবৈধ।
তরুনদের সব জানতে হবে কারণ মিথ্যের উপর দাড়িয়ে নতুন শতাব্দীকে আমরা স্বাগত জানাতে পারিনা। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতি গ্রস্থ দেশ হিসেবে বাংলা কে মেনে নিতে পারি না।

(ছয়) ফেনিতে আইনের অনুপস্থিতিই জন্ম দিয়েছে জাফর ইমামের, জাফর ইমাম জন্ম দিয়েছে জয়নাল হাজারীর আর জয়নাল হাজারী জন্ম দিয়েছে ভিপি জয়নালের, আশা করি আইন আর অন্য কারো জন্ম দিবেনা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।
আইনের দুর্বলতার কারনেই যে দল ক্ষমতায় যায় তার ছাত্র সংগঠনই ঢাকা ভার্সিটির হলগুলো দখল করে।
আমার গ্রামে যে পড়ায়ো বিচার হোক সব পাড়ার মাতাব্বরা ঘুষের ভাগ পায়। মাতাব্বররা পরিকল্পনা মতে বিচারে বসে। হাতে গোনা দু'চার জন ছাড়া সবাই ঘুস খায়, আইন শুধু এই অত্যাচারী মাতাব্বরদের হাত থেকে আমার গ্রাম বাসিকে রক্ষা করতে পারে।

শাহাদত মিয়া
কচুয়া থেকে
জানুয়ারী ২০০২ইং।

www.pathagar.com

সূচী পত্র ঃ

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
রক্ত	৬	পরাধীনতা	২৮
আমি মুসলমান	৭	খাটাশের রাজনীতি	২৯
অরক্ষিত	৮	তের বৎসরের ভলটেয়ার	৩০
ফিরিঙ্গী	৯	অন্ধকার	৩১
সামনের নির্বাচন	১০	মগের মুল্লুক	৩২
বেড়ে উঠা	১১	গণতন্ত্র মানেই	৩৩
মিনুতি	১২	সময়ের দাবি	৩৪
মুক্তির দুতেরা	১৩	কেজি মাগুর	৩৫
চুর	১৪	আমার বাবার লাশ	৩৬
পলিথিন	১৫	আমি যখন অন্ধ হাটি	৩৭
তরুনেরা ব্যর্থ হলে	১৬	বুরি গঙ্গা	৩৮
ঝড়	১৭	মুখোশ	৩৯
কাউয়ালী	১৮	সময়ের দাবি - ১	৪০
জয় তোমার হবেই	১৯	প্রার্থনা	৪১
দামী মানুষ	২১	মুক্তি যোদ্ধার সন্তান	৪২
চাই নাগরিকের অধিকার	২২	একাত্তর	৪৩
মিছিলে তার মুখ	২৩	ঐ তরুনের দল	৪৪
বিজয় দিবসের গান	২৪	গলির মোড়ের পুলিশ	৪৫
আইন যেন মুমন্ত শিশু	২৫	অর্থ মন্ত্রি সমীপে	৪৬
উপ-নির্বাচন (টাঙ্গাইল ৯৯)	২৬	স্বাধীনতা	৪৭
মাননীয় প্রধান মন্ত্রী	২৭	করিডোর	৪৮

www.pathagar.com

রক্ত

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
জ্বনাব মেয়র
ঢাকা এখন দুর্নীতির শহর
ঢাকা এখন সন্ত্রাস হাইজ্যাকের শহর
ঢাকা এখন মিথ্যেচারের শহর
ঢাকা এখন রক্তঝড়া, লাশ পড়ার শহর
ঢাকা এখন ঘুষের শহর, ধর্ষনের শহর
ঢাকা এখন লাঞ্চিত, বঞ্চিতের শহর
ঢাকা এখন সাংবাদিক নির্যাতনের শহর
ঢাকা এখন ক্ষমতা আর দাপটের শহর
ঢাকা এখন মুখে মুখে উন্নয়নের শহর
ঢাকা এখন সন্ত্রাস তৈরীর শহর, ভেজাল দ্রব্যের শহর
ঢাকা এখন অবিচারের শহর, নগর ভবন দখলের শহর
ঢাকা এখন চোরা চালানের শহর
ঢাকা এখন অরক্ষিত রাজধানী শহর।

www.pathagar.com

আমি মুসলমান

আমি একজন মুসলমান
যদি অপরাধ হয়
আমাকে গুলি করতে পারো
বুকটা করতে পারো ঝাঝরা
অচল করতে পারো সচল দু'টো পা।

আমি একজন মুসলমান
যদি অপরাধ হয়
বন্ধ করতে পারো বিদ্যাপীঠ
ছড়াতে পারো আতংক
ক্যাদানে গ্যাস ছড়াতে পারো আমার উঠোন জুড়ে
রক্তাক্ত করতে পারো পায়ে চলা পথ।

আমি একজন মুসলমান
যদি অপরাধ হয়
কেড়ে নিতে পারো দৃষ্টি
শিশুটি করতে পারো এতিম
দেহটা করতে পারো টুকরো টুকরো
নির্যাতন করতে পারে পৃথিবীর সব কজন পুলিশ
আগুনের টুকরো ছাই করতে পারে আমার বসত বাড়ী
কেড়ে নিতে পারে আমার অধিকার
কেড়ে নিতে পারে পতাকা ও মানচিত্র
অপবাদ দিতে পারো চরম পন্থি বলে
বলতে পারো মৌলবাদ
তবু আমি মুসলমান।

www.pathagar.com

অরক্ষিত

এ প্রশ্ন আজ সব ক'জন মানুষের
কোথায় নিরাপত্তা গার্মেন্টস্ কিশোরীর
পথিক আর ভিখারীর।
কোথায় নিরাপত্তা লঞ্চ আর রেল যাত্রীর
একজন ছাত্র আর একজন ছাত্রীর।
কোথায় নিরাপত্তা কৃষক আর কৃষানীর
কোথায় নিরাপত্তা সাংবাদিক টিপু সুলতানের।
নিরাপত্তা কি? হারিয়ে গেছে? নিরাপত্তা মন্ত্রির গাড়ীর কালো ধোয়ায়
কু আইন আর দুঃশাসনে, ব্যক্তি বিশিষে
নিরাপত্তা কি হারিয়ে গেছে? যুবতী পতিতার বুকের গভীরে
উন্নয়নের নামে লুট পাটের তোড়ে
নিরাপত্তা কি হারিয়ে গেছে ধর্ষিতার রক্তাক্ত জরায়ুতে
দলীয় শাসন আর শোষনে
আর বুরি-গঙ্গার স্রোতের টানে।
ক্ষত বিক্ষত মায়ের বুক
রক্তাক্ত জমিন। অরক্ষিত সীমান্ত। দুর্নীতি গ্রস্থ সমাজ
পতাকা, মানচিত্র দোয়েল পাখি আর শাপলা ফুলের,
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্থবির প্রাণী বৃক্ষের
কোথায় নিরাপত্তা?

অরক্ষিত মানুষ আর রাজধানী
অরক্ষিত ৫৬ হাজার বর্গ মাইল
অরক্ষিত ৬৮ হাজার গ্রাম আর সংখ্যা লঘু
চিড়িয়াখানা আর বনের পশু পাখি থেকে
নদী, বিলের মাছ
অরক্ষিত আজ।

www.pathagar.com

ফিরিঙ্গী

অরক্ষিত স্বাধীনতায় জ্বলছে স্বদেশ আমার
হাইজ্যাক ছিনতাই আর রাহাজানিতে
অবিচার লুণ্ঠন ধর্ষন আর নারীর আর্তনাদে।
অরক্ষিত স্বাধীনতায়
স্বদেশ জলছে আমার
পথ চলতে নিরাপত্তা হীনতায়
খেতের বাতর আর আম তলায়
ঘুষ দুর্নীতি অবৈধ সংযোগ আর কৃষকের ঘামে
আইনের ফাক ফোকর অফিস আদালত আর ব্যাংকে।
অরক্ষিত স্বাধীনতায়
স্বদেশ জ্বলছে আমার
দালাল ভ্যাবিচার আর চুরিতে-
মিথ্যে অহংকার আর অপব্যয়ে
আহাজারী, বিলাপ, দ্বন্দ আর সংঘাতে
অস্ত্র ভাষা বর্ণ মিছিলে মিছিলে
এখানে সেখানে, ঘরে বাইরে আর জন পদে
সকাল দুপুর বিকাল রাত আর দিনে
পাখির ডাক আর বন্য জন্তুর হুংকারে।
অরক্ষিত স্বাধীনতায়
স্বদেশ জলছে আমার
অপরাজেয় বাংলা আর টি এস সি মোরে
জ্বলছে আসাদ গেট আর শহীদ মিনার
দোয়েল চত্বর আর শাপলা ভবন
জ্বলছে উসমানী উদ্যান পতাকা আর মানচিত্র
জলছে সুন্দর বণে গজারী বন
বড় মামা আর শিয়াল পন্ডিত
হরতাল আর মিথ্যে নেতৃত্বে
বিচারপতির রায় আর সাংসদের শপথ বাক্যে।

www.pathagar.com

সামনের নির্বাচনে

এগারটার বক্তা তিনটায় এলন
ফুলের মালায় ঘিরে রয়েছে সারা শরীর
করতালি মুখর দন্ডায়মান জনতা।
সামনে মহা সম্মানিত নেতা
এ অঞ্চলের মানুষের আশার প্রদীপ।
আশার শেষ নেই
আশা প্রদ দুচোখ সবার
জানিনা নেতা আজ কি মঞ্জুর করে
সেই কভে থেকে অকৃত্রিম ভালবাসায় মানুষ আর নেতা.....
একে বেকে গেছে এই স্বপ্নিল পথ
এবার প্রধান বক্তা, প্রধান অতিথি
যার জন্য এত মানুষের সমাগম
যার জন্য এ অঞ্চল আজ স্তব্দ
যে নেতা এ অঞ্চলের অলংকার
মানুষের মধ্য মনি যিনি
সেই নেতা এখনকার বক্তা
দুকান খোলা শিকারী বিড়ালের মতোন
একে বেকে গাইল নেতা কতই বন্দনা
"সভাপতি পিতৃতুল্য মরুবিয়ান
সত্যের সৈনিক ছাত্র সমাজ
প্রতিবাদী তরুন সমাজ, মা ও বোনেরা
সবার পায়ের ধূলো.....
আমি জানি আপনারা আমাকে কেমন ভালবাসেন
আপনারা আমাকে বার বার বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন
আপনাদের ভোটেই আমি পাঁচ বার এম.পি হয়েছি
আপনারাই আমার সব
আপনারাই আমার মহান আদর্শ
আপনারা আমার বাপ, ভাই, মা,
পৃথিবীর সব কিছু ত্যাগ করতে পারি, শুধু আপনাদের ছাড়া
আপনাদের জন্য আমি সব করবো
কিছুই বাকী রাখবোনা
আমার আর কিছুরই দরকার নেই
রাজধানীতে কয়েকটি বাড়ী আমার
২২টা গাড়ী ৫৬টা পাইনা জাহাজ আমার
দুইটা কারখানায় শিয়ারও আছে
আমার ছেলে মেয়েরা বিদেশে পড়া শোনা করে
আল্লায় আমারতো কোন অভাব রাখে নাই
আমি আপনাদের জন্য সব করব
শুধু সামনের নির্বানে.....
আরও কিছু বলে বক্তা ধীরে ধীরে নামলেন
ফুলের মালা থরো থরো গলার দেশে
পরি শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘামাক্ত, ক্ষুদার্থ জনতার সম্মেলিত কণ্ঠ স্বর
আমরা সব চাইনা, শুধু ভাত চাই।

www.pathagar.com

বেড়ে ওঠা

এ কেমন বেচে থাকা আমার
ছাত্ররা তরুনরা যুদ্ধ করে
কথা ছিল লেখা পড়া করার
কথা ছিল একটি প্রজন্ম হবার
তা নয়
ওরা নাকি ক্যাডার, সন্ত্রাসী
জানতে চাইলো না কেউ, ওরা কোথায় অস্ত্র পায়
কে এদের গুলি করার হুকুম দেয়
কে ওর অস্ত্রের লাইসেন্স দেয়
কেন পুলিশ ওদের ধরেনা
কেমন করে মামলা নিয়ে ওরা ঘুরে রাজপথে
কোর্ট কেমন করে জামিন দেয়
ওরা কেমন করে দলীয় নেতা হয়
কেমন করে শিক্ষক ওকে সার্টিফিকেট দেয়
কেমন করে ওর দৌড়াত্ব বিদ্যাপীঠের বারান্দায়
সংবিধানের কত ধারায় ওর বেড়ে ওঠা
ওর বাস ভবনটা কেমন করে রাতারাতি বেড়ে ওঠে
কেমন করে হল গুলোতে, পুলিশের সামনে ওরা অস্ত্রহাতে পাহারা দেয়
কেমন করে ওরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়
কেন? রাষ্ট্র ওকে আশ্রয় দেয়-
তবে কি আমি একটি দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রে বসবাস করি?

www.pathagar.com

মিনুতি

প্রধান মন্ত্রি, চাইনা সবুজের মাঠে রক্তের খেলা
ফসলের মধ্যে কৃষকের হাহাকার
ডাষ্টবিনে হাতের কবজি
কংকাল সার শিশু, ধর্ষিতার রক্ত
ক্ষুধার্থের আহাজারী
ডানা ভাঙ্গা পাখির মত যুবকের দল
চাইনা শিক্ষকের অনশন
চাইনা টিএসসি চত্বরে ছেড়া ফারা যুবতী
চাইনা বৃদ্ধিপাক অপরাদের সংখ্যা
চাইনা মিথ্যের ছড়াছড়ি
চাইনা কেউ দখল শব্দটা প্রয়োগ করুক
চাইনা খুনীর মিছিল, বোমার আতংক
অত্যাচারিত্বের আর্তনাদ
রাজধানীতে টুকরো টুকরো লাশ
তবু হয়
কেন?
আপনার ব্যর্থতা
আপনার ব্যর্থতা জাতির সর্বনাশের
বাচান হাতিকে সর্বনাশ থেকে
মিনুতি করি
মুক্তি দিন জাতিকে।

www.pathagar.com

মুক্তির দুতেরা

একাত্তর এসেছিল কি একজন মায়ের আর্তনাদের জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি একজন ধর্ষন হবার জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাবার জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি প্রতি বছর ৩০ হাজার শিশু ভিটামিনের অভাবে অন্ধ হবার জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি খুনী আর ছিনতাই কারীর নিরাপত্তার জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি স্কুলে যুদ্ধ হবার জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি সোনার বাংলা ভিক্ষার ঝুলি হবার জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি অরাজকাতা আর অশান্তির জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি তরুনরা হতাশ হবার জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি রাহাজানি আর অব্যবস্থাপনার জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি লুটপাট আর ধ্বংস যজ্ঞের জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি অরক্ষিত সীমান্তের জন্যে
একাত্তর এসেছিল কি রাজাকার রাষ্ট্রপতি আর মন্ত্রি হবার জন্যে।

www.pathagar.com

চুর

আয়োডিন যুক্ত লবনের প্যাকেটে বালু
ভেজাল দ্রব্য সর্বত্র
ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না,
বার হাজার রিন খেলাপী
কেন?
রাজধানীতে চুর ঢুকেছে।

বছরে ৩.৩ হারে বন নিধন
পত্রিকায় একের পর এক ধর্ষনের খবর
এসিড নিক্ষেপের খবর
হত্যার খবর
দুর্নীতির খবর
অশাষনের খবর
কেন?
রাজধানীতে চুর ঢুকেছে।

রাষ্ট্রে মদ নিষিদ্ধ, তবুও চলছে
চুরি নিষিদ্ধ, তবুও চলছে
কেন?
রাজধানীতে চুর ঢুকেছে।

শহীদ মিনার থেকে কেড়ে নেয় শিক্ষকের হাত ঘড়ি
স্মৃতি সৌধ থেকে কেড়ে নেয় কৃষকের গাঁয়ের চাঁদর
চিড়িয়া খানায় মরছে প্রাণী
আইন হচ্ছে খেলনা
ক্রমেই হচ্ছি পর নির্ভর উপহাসের জাতি
বৈদেশিক রিনের ৭৫% লুটপাত
হলগুলো দখল করে লাঠিয়ালরা
গ্রামের দোকানে ৯০% ঔষুধ ভেজাল
বুরিগঙ্গাকে হাওর দেখিয়ে লুটপাট
কেন?
রাজধানীতে চুর ঢুকেছে।

www.pathagar.com

পলিথিন

এখন আর শুধু বুরি গঙ্গা নয়
পলিথিনের আস্তরে ডেকে আছে
অধিকাংশ বিল্ডিং, দেয়াল, ফ্লোর।
শুধু তুরাগ নয়
পলিথিনে ঢেকে আছে মধুপুর বন
চট্টগ্রামের পাহাড় আর সুন্দর বন
চিড়িয়াখানা, কোর্ট, বিদ্যাপীঠ আর পার্ক।
পলিথিনে ঢেকে আছে কৃষকের আঙ্গিনা
ঐ গ্রামের নলকূপ কীটনাশক সার
আর ভালবাসার গোলাপ
পলিথিনে ঢেকে আছে মৎস খামার
ফার্মগেট আর গুলিস্তান
রাজধানীর অলিগলি আরগ্রাম
পলিথিনে ঢেকে আছে তেলের ডিপো
দোকানীর দাঁড়ি পাল্লা
চালকের হাত আমার কলম
সর্বোপরি আমার তারন্য।

www.pathagar.com

তরুনেরা ব্যর্থ হলে

তরুনেরা ব্যর্থ হলে, গাড়ীর কালো ধোয়ায় ছেয়ে যায় চারিদিক
শাপলা চত্বরে থাকে লাশের আবর্জনা
দোয়েল চত্বরে বাসা বাধে বন বিড়াল
চলন বিলে ফুটেনা শাপলা।

তরুনেরা ব্যর্থ হলে, শীত লক্ষার দুতীর ছেয়ে যায় ঘন কুয়াশায়
ঝড়ে পড়ে তিনটা পাট পাতা
আকাশে থাকেনা তিনটি তারার আলো
সকালের রোদে থাকেনা শিশুর স্নিগ্ধ হাসি।

তরুনেরা ব্যর্থ হলে পদ্মায় থাকেনা ইলিশের ঝাঁক
মগ ফিরিঙ্গিরা দখল করতে রাজধানীর গলি
রাজপথে কেউ দৌড়ায় অস্ত্র হাতে
বিদ্যাপীঠে জড়ো হয় যত ময়লা
ট্রাকগুলো চলতে থাকে শিশু কাননের দিকে।
তরুনেরা ব্যর্থ হলে, মেঘ কেড়ে নেয় সূর্য্যের আলো
ঘর বাধার স্বপ্ন দেখেনা রাখাল বালক
ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যায় অজানা কিশোরীর
চাদের আলোয় উঠোন জুড়ে খেলা করেনা কিশোর।

তরুনেরা ব্যর্থ হলে, অভ্যক্ত বেদনায় মরে রমনী
পদ্মা মেঘনা যমুনায় খেলা করে রক্ত গঙ্গা
ডাকেনা বন মোরগ
মেঘে থাকেনা গর্জন।

তরুনেরা ব্যর্থ হলে, মাথা তুলে নিশ্বাস নেয়না অগাধ জলের কুমির
বাতাসে থাকেনা গোলাপের আলো
পরমানু বোমার মত-
হলুদ শাড়ী পড়ে ঘরে থাকেনা মেয়েটি
কে যেন কেড়ে নেয় ঘরের দেয়াল।
তরুনেরা ব্যর্থ হলে.....

www.pathagar.com

ঝড়

যুদ্ধোত্তর একদল মানুষ ছিল এই দেশে
ইয়া বড় গোঁফ আর দাড়িওয়ালা মুক্তিযোদ্ধা
হাতে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট
শরীরে জড়ানো ছিল রক্তমাখা হাতিয়ার
যদি ঝড় হয় আজ আমি চাই
তার তোড়ে ভেসে যাক ঐ মানুষ গুলি।
রাজ পথে ছিল একদল মানুষ
কথা আর কাজ তার ভিন্ন
এমন মানুষ কাম্য নয় সোনার বাংলায়।
হঠাৎ হল কেউ নতুন প্রবক্তা
নতুনদেশে নতুন ফরমূলার স্থপতি
অসম সাহসী বীর পুরুষ
বিজয়ের তিলক মাখা হাসি মুখ
যদি ঝড় হয় আজ আমি চাই
তার তোড়ে ভেসে যাক ঐ মানুষগুলি।
মাঝপথে ছিল এমন কিছু মানুষ
যারা প্রয়োজনে ঢাকা শহরে চাইতো লাশের স্তুপ
দরকার নেই মানুষের, চাইতো ক্ষমতা
সব আমলেই এরা করতো দেশ উদ্ধার
মানুষকে দিত মুক্তি
মানুষ তা বুঝতো না
মানুষকে করতো তিরষ্কার।
গগণ মুখী শ্লোগান ওদের
এরা উন্নয়নের জোয়ার বসাতো
বার বার বলতো বিরোধী দল গুলো জনগণ থেকে অনেক পিছনে
আমরা দেশকে নিয়ে যেতে চাই কাঙ্খিত লক্ষে
যদি ঝড় হয় আজ আমি চাই
তার তোড়ে ভেসে যাক পর গাছা ভুক্ত মানুষ গুলো
যারা হত্যা আর অসত্যকেই সাহায্য করেছে।

www.pathagar.com

কাউয়ালী

দুর্নীতির দেশ আমার
স্বজন প্রীতির দেশ
লুট পাতের দেশ আমার
ভন্ডামীর দেশ
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

মিথ্যাচারের দেশ আমার
খুন রাহাজানির দেশ
দলীয় করণের দেশ আমার
আইন অমান্যের দেশ
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

শেষন জটের দেশ আমার
রক্ত ঝড়ার দেশ
টেলিফোনের দেশ আমার
চর দখল, হল দখলের দেশ
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

বন নিধনের দেশ আমার
ঋন খেলাপীর দেশ
ছিনতাই আর ডাকাতির দেশ আমার
ঘুস খোরের দেশ
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

শান্তি নষ্টের দেশ আমার
শাপলা নষ্টের দেশ
গলাবাজি, চাপা বাজির দেশ, বাংলাদেশ.....
নেই সেই সোনার মানুষ, নেই আইন কানুন
ধ্বংস আর মিথ্যে আজ সারা দেশ
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

জয় তোমার হবেই

আইন তুমি এবার জাগো
এবার ভাংগো ঘুম
ছাড়ো মদারু ভাব
রক্ষা করো প্রতি শ্রুতি, স্বদেশ।
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া
মানুষ ক্লান্ত আজ
মানুষ বিরক্ত আজ
অশান্ত
মানুষ
তুমি এবার জাগো, আইন তুমি এবার জাগো।
আইন
তুমি আর কত রবে কালো হাতের পুতুল
কৃষকের শ্রমিকের মজুরের সম্ভ্রম ওরা করেছে তছনছ
সবুজের মাটি ক্রমেই হচ্ছে রক্তিত
ওরা বই ফেলে ধরছে অস্ত্র
প্রজন্ম আর ভবিষ্যত ক্রমেই অন্ধকার।
আইন
তুমি জাগো
রিক্তের কালে
অশ্রু ঝড়ার কালে
তুমি ফেরাও দৃষ্টি।
তুমি হও সহায়, মানুষ আর প্রকৃতির।
জাগো আইন তুমি, এবার জাগো।
সব লুটপাট হবার কালে
তলা শুন্য ঝড়ি হবার কালে
বাঘ থাকতে পারছে না বনে

www.pathagar.com

হরিণ দৌড়াচ্ছে শিশুর সন্ধানে
ভিখারী বিমান বন্দরের দিকে
লুটেরা ব্যাংকের দিকে
কৃষকের রোগা গরুটা যাচ্ছে বন অফিসে
বাতাস নষ্ট করছে বিদেশি গাছে
পথিক ভয় পাচ্ছে পথকে
আইন তুমি বিড়িয়ে এস বগলের থলে থেকে
থলেটা আগুনের
বগলটা বরাবরই অপরিচিত।
আইন তুমি রক্ষা করো মানুষ
তুমি সন্ত্রাসের জন্যে নও
তুমি নও রিন খেলাপী আর খুনীর জন্যে
তুমি নও আতংক আর মিথ্যের জন্যে
তুমি নও পুলিশের সামনে অপরাধ হবার জন্যে
তুমি নও দিন দুপুরে রাজধানীতে ছিনতাই খুন আর
দু'দল তরুনের বন্দুক যুদ্ধ হবার জন্যে।
তুমি নও হল দখলের জন্যে
তুমি নও অপরাধ বাড়ার জন্যে
তুমি নও কোন ব্যক্তি বা দলের জন্যে
তুমি নও নীরব দর্শক
তুমি নও এম.পি হোষ্টেলে মদ ও নারীর জন্যে
তোমার জয় হতেই হবে
আমার রক্তের শেষ বিন্দুর শপথ।

www.pathagar.com

দামী মানুষ

আমি কেন, সবাই তারে চিনে
কমলাপুর বস্তি, বংশাই নদীর দু'তীরের ওরা
চিনে গণ ভবন, ইংলিশ রোডের মেয়েরাও
একজন পাহাড়ী আর ছাত্র জনতা
এবং চলমান পথিক
সবাই তারে চিনে, জানে।
গাড়িতে বাড়ী যায়, হাত নাড়ে
কাপর পড়ে, ভাত খাত, ঘুমায়
ফুলের মালা পড়ে অজস্র
বিধবা আর এতিমের কথা কয়,
প্রোগ্রাম করে তারিখ মত
করতালি মুখর জনতা তার অনেক
তার একটা স্বপ্ন আছে
ভাবছে একটা কিছু
তারে সবাই চিনে, রাজধানীতে বিচরন তার
আবার বিদেশ যায়
রাজধানীর মোড়ে মোড়ে তার পদ যাত্রা
তবু তারে আমার অজানা ভয়
অজানা আতংক পিছুটানে।

www.pathagar.com

চাই নাগরিকের অধিকার

রাজধানীতে ইদুরের ঔষুধ নেই, ঔষধ মন্ত্রি
তাড়া তাড়ি পাঠান
ওরা খাচ্ছে জানালার শার্ষি
ওরা খাচ্ছে, ধান ছালার নীচের মাটি
ওরা খাচ্ছে, বিছানার চট
ভিক্ষারিণীর ভাঙ্গা থলে
ওরা লন্ড ভন্ড করছে তাই, যা পাচ্ছে হাতের কাছে
ওরা নিয়েযাচ্ছে প্রয়োজনীয় সব গর্তে।
ঔষুধ মন্ত্রি তাড়া তাড়ি করুন
ওরা খাচ্ছে পথিকের সম্ভল পুটলা
ওরা নিয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত মানুষের চুল, শিশুর শীত বস্ত্র
মেঝে ফেলে রাখছে জরুরী কাগজটা
ওরা ক্লান্ত করছে কৃষক আর শ্রমিকের মুখ
ওরা মানুষের পশু বৃত্তিকে উৎসাহিত করছে
ওরা খাচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, পাহাড়, অরণ্য
ওরা খাচ্ছে স্বাধীনতার শপথ আর ভিত্তি
ওরা খাচ্ছে তারুন্যের মিছিল
শ্রমিকের শার্ট
পথের বট বৃক্ষ।

www.pathagar.com

মিছিলে তার মুখ

প্রিয় তোতা পাখি আমার
তুমি যতই বুলি আওরাও
তুমি যতই গাও আমার প্রিয় গান
তুমি ক্রমেই হয়ে যাচ্ছ অবিশ্বসী
তুমি ক্রমেই চলে যাচ্ছ শোষকের দলে।
প্রিয় তোতা পাখি, আমার এই বেড়ে ওঠা
মিথ্যের মধ্যেই দেখছি আজ।
(হিসাব যখন মিলেনা)
সৌভাগ্য তোমার। কার্পন্য ছিলনা আমার
যখন এসেছে ডাক, সাদা কাপড় পড়েছে যৌবনে কেউ
আলতো মুখেই ভুলে গেছে শিশু বাবা ডাক
যখন রাজপথ ছিল চৈত্রের দুপুর
বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে তরুনের দল, আর
বস্তির ছেলেটা তখন থাকেনি
টোকাই। সময়ের সূর্য্য যেন।
প্রিয় তোতা পাখি আমার, তোমার গান আজ শুধুই কর্কশ ধ্বনি
বিশ্বাসের অমর্যাদাই শুনি বার বার।

www.pathagar.com

বিজয় দিবসের গান

বাংলার বিজয় দিবস পালিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর
চারিদিকে ডামাডোল বাজিয়ে।
কত পথ হয় রঙীন পোষাকে ঝনমল।
সে হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি।
বিজয় দিবসে কত মানুষ অভুক্ত রাত কাটায়
কত মানুষ থাকে বস্ত্রহীন শীতের রাতে
কত মানুষ রাস্তায় থাকে আর্তনাদ নিয়ে
তার হিসাব রাখাও সম্ভব হয়নি।
লাখ লাখ মিছিল,
আলোক সজ্জা, কত কিছু হটানোর বকৃতা,
সারা দেশ তোলপাড় রেডিও, টিভি, পত্রিকা
প্রকাশ করলো ক্রোড়পত্র আর বিশেষ অনুষ্ঠান।
বলতে গেলে অনেকে ক্লান্ত বিজয় দিবসে
আমিও ক্লান্ত, শুধু একটি প্রশ্নের জন্যে
বিজয় আমাদের কিসে?
বিজয় মানেই কি? চাদা তুলে অনুষ্ঠান
ইটের খুটিতে কয়ডা ফুলের মালা
রাজাকার মন্ত্রি
পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা টিভিতে প্রদর্শনী
রেডিও টিভিতে সিনেমা, নাটক, গান
একটি কবিতা আর কিছু বাণী।

www.pathagar.com

আইন যেন ঘুমন্ত শিশু

আইন যেখানে নীরব, সেখানেই চরম পন্থি কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই সম্প্রদায়িকতা কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই সন্ত্রাসী কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই হাইজ্যাক ছিনতাই কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই খুন, ধর্ষন, এসিড নিক্ষেপ কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই মাস্তান, ক্যাডার কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই দুস্কৃত কারী ভেজাল কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই হরতাল, ধর্মঘট কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই অশান্ত আর অরাজকতা কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই অশ্লীল রাজনৈতিক বক্তব্য কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই দখল, জুলুম, নির্যাতন কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই মদ, জুয়া, অবৈধ কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই পাচারকারী কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই দীর্ঘ কোর্টের পথ কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই শেষনজট, নকল কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই ঘুস দুর্ণীতি কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই দু'দল তরুনের বন্দুক যুদ্ধ কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই বন আর প্রাণী উজার হচ্ছে কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই লুটপাট কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই সংখ্যালঘু কথাটা খাটে।
আইন যেখানে নীরব, সেখানেই আইন হাতে তুলে নেওয়া কথাটা খাটে।

www.pathagar.com

উপনির্বাচন (টাঙ্গাইল ৯৯)

শুধু ভোটের মৃত্যু নয়
মৃত্যু হয়েছে সত্য ও সুন্দরের
মৃত্যু হয়েছে আমার বিশ্বাস আর চেতনার
মৃত্যু হয়েছে সেই গন্ধভরা পোড়া মাটির
মৃত্যু হয়েছে কৃষকের দাবির কৃষানীর হাসির
মৃত্যু হয়েছে আইন আর সংবিধানের
মৃত্যু হয়েছে খাচায় বন্দি দোয়েলের
মৃত্যু হয়েছে একটি ফরমূলার
মৃত্যু হয়েছে একটি অধিকার আর
বৈদ্যনাথ তলার সবুজ ঘাসের।

মৃত্যু হয়েছে ৩২ নম্বর বাড়ীর রক্তাক্ত সিঁড়ির
মৃত্যু হয়েছে ৭ই মার্চ আর বজ্র কণ্ঠের
মৃত্যু হয়েছে ১৬ই ডিসেম্বর আর স্বাধীনতার
মৃত্যু হয়েছে একটি কোকিল ডাকা সকালের
মৃত্যু হয়েছে গোধূলী বেলার রাখালের
মৃত্যু হয়েছে রেসকোর্স ময়দানে একটি বিকালের
মৃত্যু হয়েছে নির্বাচন কমিশন আর গণতন্ত্রের
মৃত্যু হয়েছে নিরপেক্ষতার।

www.pathagar.com

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আপনি খুব ভাল আছেন গণ ভবনে
অল্প ভাতে পেট ভরবেনা বলে চিৎকার করেনা ছোট ভাই
অর্ধবস্ত্রাবৃত্ত বড় বোন, বিয়ে হয়না যৌতুকের
দাবিতে, দেখতে হয়না তার বিষন্ন মুখ।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, ভাল আছেন গণ ভবনে
কেড়ে নেয়না হাতের ঘড়ি দিন দুপুরে,
ছেড়া লুঙ্গি আর অর্ধেক পাঞ্জাবীর পিতা আহত করেনা
পথ চলতে বিরক্ত করে ভিখারী পথিক
কেড়ে নেয়না ভাতের থলে
রক্ত আর মাংস
আপনার ধব ধবে সাদা পাঞ্জাবীর খন্ডাংশ পরে থাকেনা রাস্তায়
আপনার সন্তানেরা বিদেশে ছাত্র
লাশ হয়ে ফিরবেনা কেউ

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী খুব ভাল আছেন গণ ভবনে
দেখতে হয়না কঙ্কাল সার মানুষের মুখ
ছেড়া আচলে অন্য কেউ
ক্ষুধার্থ মানুষ আর লালিত সব
ঘুষ নিয়ে ঘুরতে হয়না দফ্তরে দফ্তরে।

www.pathagar.com

পরাধীনতা

আপন ভাই খুনী হওয়ার চেয়ে
আপন ভাই দস্যু হওয়ার চেয়ে
আপন ভাই ছিনতাইকারী হওয়ার চেয়ে
আপন ভাই চোর আর মাস্তান হওয়ার চেয়ে
পরাধীনতা ঢের ভাল।

আপন ভাই পলাতক হওয়ার চেয়ে
আপন ভাই ঘুসখোর হওয়ার চেয়ে
আপন ভাই মিথ্যুক হওয়ার চেয়ে
আপন ভাই ধর্ষনকারী হওয়ার চেয়ে
পরাধীনতা ঢের ভাল।

আপন ভাই বিদ্যাপীঠ রক্তাক্ত করার চেয়ে
আপন ভাই শোষক হওয়ার চেয়ে
আপন ভাই অত্যাচারী হওয়ার চেয়ে
আপন ভাই অচেনা হওয়ার চেয়ে
পরাধীনতা ঢের ভাল।

www.pathagar.com

খাটাশের রাজনীতি

খাটাশের রাজনীতি, কিশোরের স্বপ্নিল দু'চোখে কবুতর ছানা চুরি করা
খাটাশের রাজনীতি চির সবুজ কৃষানের মলিন মুখ।
খাটাশের রাজনীতি মানব বসতি নয়,
মগ ডালে মগ ডালে বিচরণ।
খাটাশের রাজনীতি আলো নয়,
অন্ধকারে দুয়ারে দুয়ারে হানা।
খাটাশের রাজনীতি, নাকে পাকা কাঠালের গন্ধ।
খাটাশের রাজনীতি শুধু রক্তের গন্ধ নাক ভরা।
খাটাশের রাজনীতি পাকা কলার পিছনে ছুটা।
খাটাশের রাজনীতি বন্ধুক ছাড়াই শিকার।
খাটাশের রাজনীতি মুরগীর পালে আতংক।
খাটাশের রাজনীতি চাই মাংস।
খাটাশের রাজনীতি জানে শুধু রক্তের স্বাদ।
খাটাশের রাজনীতি এলো মেলো ভরা জঙ্গল।

www.pathagar.com

তের বৎসরের ভল টেয়ার

অনেক খরচ আর ডামা ডোলের মাধ্যমে পালিত হল ইদুর নিধন সপ্তাহ (৯২)
তার আলোকে একটি গল্প বলি
চর্তুদশলুই ফ্রান্সের ক্ষমতায়,
চরম অর্থনৈতিক সংকট
এমতাবস্থায় রাজকীয় ঘোসনায় বলা হয়
অগণিত লোকের সামনে
"অর্থনৈতিক সংকট হেতু কিছু রাজকীয় হাতি ঘোড়াকে
বিক্রী করা হবে"
উপস্তিত জনতায় ছিলেন ভল টেয়ার
আধুনিক সভ্যতার আরেক দিক পাল,
তিনি বললেন হাতি ঘোড়ার দোষ কি?
তার চেয়ে প্রসাদের হাতি ঘোড়াকে বিদায় করলেই হয়।

www.pathagar.com

অন্ধকারে

উত্তাপ্ত রাজ পথ আবার
আহবান করেছে সময়ের দাবীতে
তরুনের দল,
সামনের ইম্পান কঠিন দিন
তুমি মিছিলের. মশালের
রাজ পথের তুমি, "রাজ যুবক"
সময়ের প্রয়োজনে তুমি চেনা
তুমি মিছিলের দাবীতে
মুষ্টি বদ্ধ শ্লোগানে
বসে থাকতে পারনা কাপুরুষের মত
তুমি বাস করতে পারনা অন্ধকারে
হতে পারনা হাত ঘুটানো যুবক
দেখতে পারনা বিশ্বাস ঘাতকতা
দেখতে পারনা আইনের নীরব ভূমিকা
ইতিহাসে লাল অক্ষর
নেতৃত্বের মিথ্যে অহংকার
উন্নয়নের নামে আত্মসাৎ
তুমি তীতুমীর আর শরীয়তুল্লাহর বংশধর।

www.pathagar.com

মগের মুল্লুক

যার শক্তি আছে
যার টাকা আছে
সেই নিয়ে গেল ঠিকাধারী
লাইসেন্স মাতাব্বরী
সেই হল সমাজ পতি
আইন তার
আদালতের রায় তার
চর তার, খাল, বিল তার
ইজারাদার হিসাবে সেই বিক্রী করলো মাছ।
বড় দূর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে এ দেশের মানুষ
শুধু শুনলো উন্নয়নের কথা
দেখলো না কবু
রক্ত দিলো, জীবন দিলো, ইজ্জত দিলো
ছাই করলো বসতবাড়ী
স্বাধীনতা আনলো
তবু না।

www.pathagar.com

গণতন্ত্র মানেই

গণতন্ত্র মানেই ভোট চুরি, নির্বাচনে কালো টাকার ছড়া ছড়ি
উপনির্বাচনে নিজের পক্ষে ফলাফল ঘোষনা
ক্ষমতার ইচ্ছেমত ব্যবহার
নিজ দলের সন্ত্রাসীদের চাদাবাজী
দখল, হত্যা, ধর্ষন।
কৃষককে গুলি করে হত্যা শুধু সারের জন্যে।
ঘুষ দুর্নীতি
রিন খেলাপী মন্ত্রি-
সংসদ ভবনকে "মদ নারী ও অপরাধের সর্গ রাজ্যে" পরিনত করা
রাজধানীতে দিনে দুপুরে খুন
আর তার বিচার না হওয়া।
ধর ছালারে মার ছালারে আর লুটপাট।
রজত জয়ন্তীতে তারামন বিবিকে খুজে না পাওয়া
চুরের বদলা চুর নির্বাচন করা
প্রশাসনকে দলীয় করন করা।
গণতন্ত্র মানেই মিথ্যের ছড়া ছরি
নিরাপত্তা মন্ত্রির গাড়ির কালো ধোয়া।
রাজপথে এমপির প্রকাশ্যে অস্ত্রবাজি
অন্যায় আর অবিচার মেনে নেওয়া।
ক্রমবর্দ্ধমান আইন ও দারিদ্র অবস্থার অবনতি
নানা অজুহাতে লুটপাট-

www.pathagar.com

সময়ের দাবি

রিন খেলাপী মন্ত্রি
লুট পাটের সমর্থক মন্ত্রি গোষ্ঠি
সন্ত্রাস বাদের সমর্থক দল
ঘুষ আর দুর্নীতি চর্চাকারী রাজনীতিক দল
আর নয় এই বাংলায়, হে তরুনের দল, তুমি
তিতুমীর আর শরীয়তুল্লাহর উত্তরাধিকার
এবার তুমি জাগো
একাত্তুরে গর্জে উঠার দল
দু'চোখ তুলে তাকাও, শুধুই আর্তনাদ মানুষের
আইন মেন ঘুমন্ত শিশু।
ব্যাংক। অফিস। কৃষি ক্ষেত। হাট, বন। জঙ্গল আর পথ ঘাটে
মানুষ আজ নিশ্বাস নিতে চায় নিঃশর্ত
চায় মুক্তির স্বাদ। স্বধীনতার স্বাদ
চায় আধুনিক বিশ্বের আলো
কিন্তু লুটেরা অন্ধকার
ওদের দমন করতে হবে
মেঘে মেঘে অনেক বেলা।
শুধু খাই খাই, সবতো শেষ
লন্ড ভন্ড স্বদেশ
জাতি হিসেবে নিঃশেষ হবার আগে
শপথ রইল।

www.pathagar.com

কেজি মাগুর

কিছু কিছু লোকের উপনাম করে মানুষ
বিদ্যুত বেগে যা ছড়ায় চারিধার
আমার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান
কেজি মাগুরের মত সে নাকি সব খায়
স্কুল মাদ্রাসা আর বিধবা এতিমের গম,
যখন যা পায় সামনে।
কেজি মাগুরের পুকুরে সাপ মাড়ায় না উঠোন
তবে আজ তফাৎ নেই, দেশি বিদেশির।
আমারাতো সব খাই
হাসপাতালের ঔষুধ থেকে বিদেশি রিন
টিউবওয়েল, দালান ব্রীজ
ল্যাট্রিন আর পতিতার লাইসেন্স
তারপর খাই আইন আর সামাজিকতা
খাই পথ ঘাট, বন, আর অধিকার।

www.pathagar.com

আমার বাবার লাশ

চারি দিকে ইটের দেয়াল, মাঝখানে
অনেকগুলি কবরের চিহ্ন
এখন আর হিসাব নেই সংখ্যার
ভদ্র ভাষায় এগুলো একাত্তরের গন কবর
হাজার কবরের একটি আমার বাবার
কারন তিনি রাজাকার ছিলেন
তার বেশি আমি জানিনা।

আমার মা নিরব
মুক্তি যোদ্ধা বড় ভাই বলে ছিলেন, মা জানি কান্দেনা
অমন বাপ অনেক আছে" থাকতে পারে
সেই বাপের রক্তের সাথে আমার রক্তের মিল নেই
"আমার বাবার লাশ" আমার মাকে
ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি, কেন?
সে প্রশ্ন আমি করব না।

একাত্তুরের হত্যা, ধর্ষন ধ্বংসলীলার কারন কি
তাও আমার প্রশ্ন নয়
আমার প্রশ্ব শুধু একটি
রাজাকার থাকার অপরাধে যদি আমার বাবাকে
হত্যা করা হয়, তবে
আজকে রাজাকার মন্ত্রী কেন?

www.pathagar.com

আমি যখন অন্ধ হাটি

নাফ নদীতে সাতার কাটা মেয়েটিও জানে
নর্তকীর বয়সী মেয়েটিও জানে
জানে হলুদ শাড়ীর অল্প বয়সী মেয়ে। আর
নীল পানির মাছ,
জানে সুন্দর বনের হরিণ,
মধুপুর বনের চিতা
রাত ভর জেগে থাকা পাখিটিও জানে
যখন চিৎকার আর রক্তাক্ত শার্ট খুজে ফিরে ভাষা
যখন চলতি পথে পায়ে পড়ে,
বেড়ি পথিকের
আমি তখন ঘুমাই সারা পথ একা একা নির্বিগ্নে
আমি তখন হেটে যাই নির্লজ্জ
নাফ নদীতে সাতার কাটা মেয়েটিও জানে.....।

www.pathagar.com

বুরি গঙ্গা

কভে আসবে বুরি গঙ্গার জোয়ার
নিয়ে যাবে ভন্ডর মুখোশ
অনেকতো খেলো লুটে পুটে
আমি একজন বুরি গঙ্গার জোয়ার খুজি।
যদি ধুয়ে দেয় রাজধানীর ময়লা আর্বজনা
যার হাতে দম বন্ধ মানুষের
বুকের তাজা রক্ত ঢেকে রেখেছে
সাদা জামায়, অসহ্য আজ
বুরি গঙ্গার জোয়ার ধুয়ে নিতে পারে আর্বজনা সব।

চলাচল যোগ্য করতে পারে গলি পথ,
আগাছা আর কাম্য নয়
এই শহরের পুরানো অট্টলিকা যদি করে পরিষ্কার
তারপর বসবাস যোগ্য।

রক্তাক্ত হাত
তৃষ্ণার্ত দু'চোখ
লোভাতুর দৃষ্টি
বুরি গঙ্গার জোয়ার কেড়ে নিতে পারে।

www.pathagar.com

মুখোশ

আমি তোমাকে অনেক বড় জানি
এ আমার দীর্ঘ ইতিহাস
কিন্তু আজ
আমার মহান নেতা
সরা সরি কথা বলা ভাল
লুকো চুরি আর নয়
যৌবনের শপথ
খুলে যাবে তোমার মুখোশ
মানুষ জানবে আজ শুধু তুমি
যত অপকর্মের হোতা
তোমার মুখের যে ধ্বনি
আর হাতে যে শান্তির পতাকা
সব একটি মুখোশ।

www.pathagar.com

সময়ের দাবি - ১

জাতীয় পুষ্টি দিবসের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
স্বাধীনতা দিবসের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
নারী দিবসের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
বিজয় দিবসের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
শিশু অধিকার দিবসের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
একজন শিক্ষক আর ছাত্রের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
পুলিশ আর সৈনিকের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
ধর্ষিতা আর অত্যাচারিত্বের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
রক্ত মাখা ছোড়া আর খুনের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
সকাল দুপুর আর বিকালের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
বস্তি আর পতিতার শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
ভোমর আর চিত্রল হরিণের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
শিশু তানিয়া আর দাতা গোষ্ঠীর শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।
মধুপুরের বন আর সূর্যের উত্তাপের শ্লোগান দুরনীতি মুক্ত স্বদেশ।

www.pathagar.com

প্রার্থনা

হে আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে বড় মাস্তান বানাও
বানাও বড় নেতা
তবেই আমি রেহাই পাব আইনের হাত থেকে।
হে আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে বানাও থানার দালাল
তবেই দু'টো পয়সার মুখ দেখবো।
তবেই বনের গাছ চুরির অপরাধে কেউ ধরতে আসবেনা,
বন অফিস ছালাম ঠুকবে
আমিও ছেলের সুবাদে হতে পারবো দান্দাবাজ।

হে আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে ডাকাত বানাও
তবেই আমার বাড়ীতে বার বার হবে না ডাকাতি
চুরও থাকবে অনেক দুরে
নিশ্চিন্তে একটু ঘুমুতে পারবো।
হে আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে অস্ত্র বাজী বানাও
সবাই যাতে ভয় পায় আমাকে
এবং আমার ছেলেকে
যাতে ইচ্ছেমত করতে পারি সব কর্ম।

হে আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে টেন্ডারবাজী বানাও
যার সাথে জড়িত প্রচুর পয়সা।
হে আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে শক্তিশালী বানাও
বাপ হিসেবে আমি যাতে হতে পারি মাতাব্বর
আমার বিরুদ্ধে কেউ না থাকে।
হে আল্লাহ আমি চাই আমার ছেলের একটি বাহিনী থাকুক
যারা হুকুম মাত্র..

হে আল্লাহ তুমিতো সব জান
এই সব ছাড়া এই সমাজে আমি অচল।

www.pathagar.com

মুক্তি যোদ্ধার সন্তান

অভ্যাস বশতই লঞ্চ যাত্রী ছিলাম আমি
দেখতে ছিলাম
একটি মেয়ে দাড়িয়ে ছিল রেলিং ধরে
বাতাসে উড়ছিল চুল তার
বিজয়ী বেশে দাড়ানো সে
অবাক বিশময়ে দেখছে
এই বাংলা, নদী
নদীর দুপার
অনেক দুরে অজানা যাত্রীর পাল তোলা নৌকা
শুনছে মাল্লার গান
পাখিদের এলোমেলো পথ চলা
জিগালাম তারে
কে তুমি?
স্ব কন্ঠের বলিষ্ঠ উচ্চারণ
"আমি মুক্তি যোদ্ধার সন্তান"
দু চোখে তার অনাগত শিশুর হাসি মুখ।

www.pathagar.com

একাত্তর

শান্তি নগরের মোড়ে যে শপথ নিয়েছিলাম একদিন
আজ তাই মিথ্যে প্রমানিত হয়েছে।
চাই রাজনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন
চাই ভাগ্যের পরিবর্তন
চাই ভারী শিল্প কারখানা
আর কারো দখলে নয় রাজধানী
নিরাপদ জন পদ
কৃষক আর শ্রমিকের আর্তনাত নয় আর
আর নয় রাজনৈতিক রক্তপাত
দেশে আর নয় গুলি বিনিময়
আত্মসাৎ কথাটা ভুলে যাব চির তরে
লুট পাত হয়েছে অর্থ কখনোই বলবেনা অর্থনীতিবিদরা
রাষ্ট্র হবে জন কল্যাণ মূলক একটি রাষ্ট্র
অর্থনীতি হবেনা আর পর নির্ভর
থাকবেনা হিংসা হানা হানি
শোষন কথাটা ভুলে যাব চিরতরে
বৈষম্য মূলক নীতি থাকবেনা আর
রজত জয়ন্তী শেষে থাকা না থাকার হিসাব...।

www.pathagar.com

ঐ তরুনের দল

ঐ তরুনের দল তোর সামনে কি ব্যাংক ম্যানেজার চলাচল করে
ঘুস ছাড়া যে কৃষককে টাকা দেয় না।
তোর সামনে কি বুরি ওয়ালা ঘুস খোর।
ঐ তরুনের দল রাজপথের রাজযুবক
তোর সামনেই কি ছিনতাই হয় পথিকের সর্বস্ব
তোর সামনেই কি গাড়ী ছাড়ে কালো ধোয়া
তবে তুই এই শতাব্দীর আশ্চর্য।
ঐ তরুনের দল
তোর সামনেই কি আর্তনাদ করে শিশু নারী
তোর সামনেই কি চলে মদ জুয়া
তোর সামনেই কি ভেজাল বিক্রেতা
তোর সামনেই কি চলে নিষিদ্ধ পণ্য
তবেতুই এই শতাব্দীর আম্চর্য।
ঐ তরুনের দল
তোর সামনেই কি চলাচল করে অশান্তি সৃষ্টিকারী
দামী গাড়ীর মানি মানুষটা
যত গন্ড গোলের হোতা
তোর সামনেই কি নিয়ম ভর্হিভূত চুনসুরকী ব্যবহার কারী ঠিকাদার
তবে তুই এই শতাব্দীর আশ্চর্য।
ঐ তরুনের দল তোর সামনে যদি হয়
সমাজ বর্হিভূত কর্ম
যদি তোর সামনে চিৎকার করে আর্তনাদ করে কেউ
তোর গর্ব তোর অহংকার
একটি আশ্চর্য।
ঐ তরুনের দল
তোর সামনে যদি হয় প্রতিষ্ঠিত
খুনী দল, ঘুসখুরের দল
অশান্ত সৃষ্টি কারী মিথ্যেবাদীর দল
ধ্বংস কারীর দল চুরের দল হরিণ নিধনের দল
বৃক্ষ নিধনের দল হল দখলের দল দূনীতির্র দল
যদি জাতি থাকে অজানা আতংককে
যদি রাজধানী থাকে অজানা অন্ধকারে
যদি বিষাক্ত হাত চেপে ধরে কোন গলা
যদি বন্ধ করে কেউ রাজধানীর কোন গলি
তবেই তুই একটি আশ্চর্য।

www.pathagar.com

গলির মোড়ের পুলিশ

গলির মোড়ের পুলিশ তাকিয়েই দেখলো শুধু
ছিনতাইকারী নিয়ে গেল কানের দুল
মেহেদী মাখা হাতের বালা
বিয়ের সাক্ষী নাকফুল
বাপের ভিটে বেচা গলার মালা
নিয়ে গেল বগলের পুটলা
যেখানে ছেড়া কাথা ছাড়া নেই কিছুই
নিয়ে গেল কোলের সন্তান
দিয়ে গেল আরো দুঃখ চিৎকার
গলির মোড়ের পুলিশের সামনেই বুকে আমার মারলো ছুড়ি
চিৎকার বন্ধ করতে।
নদীর গভীরে পথ হারিয়েছে আমার ভিটে বাড়ী।
আমার গন্তব্য আজ অজানা
বড় বড় বিল্ডিং এর চাপে আমি ঠিকানা পাচ্ছিনা
এত বড় টাউনে আমি একা
জাগবে যে চড়
ওখানে হবেনা আমার ঠাই।

www.pathagar.com

অর্থ মন্ত্রি সমীপে

তিন দশক পর তার ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে
ভিক্ষার ঝুলি তবু কাধে।
দাতারা দয়ালু বলেই মেয়েটি দাড়াতে পারে
তবু সব তার নিঃশেষ।
লজ্জা আমার নেই
লজ্জার বান করি তবু
প্রতি বছর একবার মেয়েটি ঝুলি ভরে দাতার বদন্যতায়
এই করেই মেয়েটি খোয়ালু যৌবন
কোন অলংকার শোভা বর্ধন করলোনা শরীর তার
উঠতি যৌবন নেই এখন আর
ঢিলে ঢালা হাত তার
এমনতো কথা ছিল না অর্থমন্ত্রি
ওর পিতা একাত্তুরে হারাল প্রাণ
তারপর দায়িত্ব আপনার
যৌবন শেষ তবু সাজেনি বধু
কৈফিয়ত কে দেবে?

www.pathagar.com

স্বাধীনতা

ফিরে এল সে রাজধানী থেকে
রাজধানীর সবগলির আর্তনাদ
আমি লক্ষ করলাম।
লক্ষ করলাম অট্টলিকার অনেক উচুতে
দুপাখা মেলা চিলের চিৎকার
বুক ফাটা কান্না থামাল না চড়ুই পাখি
তবু ফিরে এল সে
গোলাপ নয়, রক্তজবা থেকে ।
এল সে গ্রামে
ভাঙ্গা থালার ভিখারী শুধু
সে চেয়ে ছিল ঘর বাধতে
উঠোনে রোপন করলো একটি গাছ
রাজধানীর উড়ন্ত চিলেরা একটি ডাল
ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট করেছিল
কিন্তু ভিখারীর দল গাছ খেল
খেল উঠোন, আঙিনা
অবশেষে শুধু আর্তনাদ
আমি ভিখারীর দলে নই
মেঘনার স্রোতের মতন বয়স আমার।

www.pathagar.com

করিডোর

মাননীয় স্পীকার,
কোন আসন থেকেই আমি নির্বাচিত হইনি
তবু আসলাম
আমি একজন সাধারন মানুষ
কেউ তাকায়নি আমার দিকে। তবু নিজেকে বড় ভাবি
যেমন বিশ্বাস করিনা ঐ সাংবাদিকগো কথা
তারা এমপি হোষ্টেলকে "অপরাধের স্বর্গ রাজ্য" আখ্যায়িত করেছে।
"মদ নারী এখানে প্রচুর" কথাটাও বিশ্বাস করিনা
আপনার মত আমাকে অবহেলা করতে চাইনা
নির্বাচিত না হলেও কথা বলছি
এখন বৃষ্টি, আমি ভেজা
সংসদ ভবনের কাছেই যে বস্তি, সেখানেই আমার....
বস্তিটি কবে দেখেছেন আপনি, জানিনা আমি
ভিজে গেছে অদৃশ্য দেয়াল, ছেড়া কাথা
আর দিয়েশলাই
চুলো পানির নীচে
অবুঝ শিশুরা কাপছে শীতে, শুন্য হাড়ি
বউটা বাড়ী ফিরেনি এখনো।
বিশ্বাস করুন স্পীকার, আমি অসহায়।
আমাকে গালাগালি করছে এমপিরা
কেউ বলছে পাগল
আপনি পাগল বলবেন না, দোহাই
আমার পুষ্টিহীন শিশুর।
অবশেষে ওরা আমাকে বের করে দিচ্ছে
নইলে হৈহুল্লা কেন?
বইলা যাই শেষ কথা। কবে বন্ধ হবে এই গন্ড গোল
নিরাপত্তা চাইনা নেতাদের মত
আমি অরক্ষিত থাকবো সবার মতই
গন্ড গোল বন্ধ হলেই বৃষ্টিতে ভিজবেনা উঠোন।

www.pathagar.com

শাহাদত মিয়া

জন্ম ঃ ১-১-৭৫ ইং। গ্রাম- বাদিয়াজান। (নানা ওমর কাজী সাহেবের বাড়ী) বাসাইল, টাঙ্গাইল।

পৈত্রিক নিবাস ঃ কচুয়া, সখীপুর, টাঙ্গাইল।

পরিচয় ঃ কচুয়া হাই স্কুলের স্বনাম ধন্য শিক্ষক ইনছান আলী ও সাজেদা বেগমের প্রথম সন্তান।

শিক্ষা ঃ নামদারপুর কলেজিয়েট সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে দাখিল, মুজিব মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (করটিয়া) এবং করটিয়া সরকারী সাদৎ কলেজ হতে কৃতিত্বের সহিত বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আইন ও সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যায়নরত।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বিচরণকারী কবির এর আগে ছোট খাট একাধিক রাজনৈতিক সংকলন প্রকাশিত হলেও এটিই তার প্রথম প্রকাশিত কোন বই।